৭২ আসনে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মোট ৭২টি আসনের মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ। সেখানে বেশ কয়েকজন বর্তমান সংসদ সদস্য বাদ পড়েছেন বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) দলটির সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এসব প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়। সকাল ১০টা ১০ মিনিটে তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করতে শুরু হয় সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সভা শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ৭২ আসনে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার তথ্য জানান। চুড়ান্ত হওয়া ৭২ টি আসনের মধ্যে রয়েছে রংপুরের ৩৩টি ও রাজশাহীর ৩৯টি আসনের মনোনয়ন।ধাপে ধাপে বাকি বিভাগগুলোর প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে।ধারাবাহিক এই বৈঠক চলবে শনিবার (২৫ নভেম্বর) পর্যন্ত। এবং আগামী ২৫ নভেম্বর আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ করা হবে।

বন্ধু চীনের সাথে সফল ১০ প্রকল্প, কাজ চলে ৬টির

২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বাংলাদেশ সফরে মোট ২৭টি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছিল। বিনিয়োগ প্রস্তাব ছিল ২ হাজার কোটি ডলারের। এখন পর্যন্ত মাত্র ১০টি প্রকল্প অগ্রসর হয়েছে। অর্থ ছাড় হয়েছে ৪৭ হাজার কোটি টাকা। বাকি প্রকল্পগুলো আছে প্রাথমিক পর্যায়ে। গত ৭ বছরে যে ২৭ প্রকল্পে অর্থায়ন বা ঋণ প্রদানে আগ্রহ দেখিয়েছিল চীন, তার মধ্যে ১০ টি প্রকল্প বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৪টির কাজ শেষ, আর প্রকল্প চলমান আছে ৬ টি।

শেষ হওয়া ৪ টি প্রকল্পের মধ্যে আছে কর্ণফুলী টানেল। মোট ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্ণফুলী টানেলে চীনের ঋণ থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে ৬ হাজার ৭০ কোটি টাকা। সম্প্রতি টানেলটি খুলে দেওয়া হয়েছে। এই টানেলের মধ্য দিয়ে কক্সবাজারের সাথে এবং মাতারবাড়ি যাওয়ায় সময় করে আসায় অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বাংলাদেশ। দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার চীনা অর্থায়নে ৩ হাজার ৪৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬২ দশমিক ২ একর জমির ওপর নির্মিত দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রতিদিন ৫০ লাখ টন পয়োবর্জ্য পরিশোধন করতে পারবে, যা ঢাকার মোট পয়োবর্জ্যের ২০ থেকে ২৫ শতাংশের মত। ঢাকার আশপাশের নদীগুলোর দূষণ কমাতে এই পয়ঃশোধনাগার একটি বড় ভূমিকা রাখবে বলে সরকার আশা করছে। ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার তথ্য-উপাত্ত নিরাপদে সংরক্ষণ ও নিরবচ্ছিন্ন মানসম্মত ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে। এ ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের তথ্য দেশেই সংরক্ষিত থাকছে। বছরে এ কোম্পানি থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা মুনাফা হবে।

জি ক্লাউড স্থাপন সম্পন্ন হলে দেশের ৪৫ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে এবং কোম্পানির আয় আরও বৃদ্ধি পাবে। এটি বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার, যেখানে ডাটা ৯৯.৯৯৫% সুরক্ষিত। এই সেন্টার নির্মাণে অর্থায়ন করেছে চীন। ডেভেলপমেন্ট অব আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ থ্রি প্রকল্পটি শেষ হয়েছে। এর আওতায় ২ হাজার ৬০০ ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ৬০ শতাংশ মানুষকে ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে সংযুক্ত করতে কারিগরি জ্ঞানের আদান-প্রদান বাড়ানো ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা বাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এতে খরচ হয়েছে ১৫৬ দশমিক ৫৬ মিলিয়ন ডলার। এই অর্থ পুরোটাই পাওয়া গেছে চীনের দেয়া ঋণ থেকে।

সামনে যে ছয়টি প্রকল্পের কাজ চলছে তারমধ্যে আছে পদ্মা রেল সংযোগ, চট্টগ্রামের সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং বা এসপিএম, ঢাকা আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, পিজিসিবি’র আওতায় বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন, ডিপিডিসি’র আওতায় বিদ্যুতের বিতরণ ব্যবস্থা, রাজশাহীতে ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহ প্রকল্প।

এছাড়া নতুন আরও ৬টি প্রকল্প নিয়ে কাজ হবে আগামীতে। চীনের ঋণ প্রকল্পের আওতায় গ্রহণ করা ১০ টি প্রকল্প প্রায় শেষ পর্যায়ে। ২য় পর্যায়ে আরো ৬টি প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ, যেগুলোতে

চীনের ঋণ থেকে অর্থায়ন করা হবে। এগুলোর মধ্যে আছে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য ৪ টি সমুদ্রগামী জাহাজ ক্রয়, তিস্তা নদী রক্ষা, পুনরুদ্ধার ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, চট্টগ্রামে আনোয়ারায় ইকোনমিকাল জোন, আখাউড়া থেকে সিলেট রেললাইন ডুয়েলগেজে রুপান্তর, ডিজিটাল কানেক্টিভিটি ও সকল পৌরসভার জন্য খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প।

সংকটময় পরিস্থিতিতে চীন সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। ১১ অক্টোবর রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, আমরা বন্ধু। আমরা সবসময় একে অপরের পাশে ছিলাম। যখনই কারো সংকট হয়েছে, চীটটন বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। তিন বছর আগে কোভিড-১৯ মহামারির সময় চীন বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ডেঙ্গুর খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফলে চীনের অবশ্যই তাদের জন্য কিছু করা উচিৎ। এজন্য আমরা এই ডিভাইস দিয়েছি। এটি দিয়ে ডেঙ্গু পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা যাবে, যাতে পরিস্থিতি উন্নতি করা যায়।

তিনি আরও বলেন, চীন ও বাংলাদেশের জনগণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। চীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, অর্থনীতিতে সবসময় সহযোগিতা করে আসছে।

যুগপৎ আন্দোলনে নয়, ১০০ আসনে লড়বে যুক্তফ্রন্ট

বিএনপির সঙ্গে সরকারবিরোধী যুগপৎ আন্দোলনে থাকা কল্যাণ পার্টির নেতৃত্বাধীন নতুন জোট ‘যুক্তফ্রন্ট’ নির্বাচনে যাওয়ায় ঘোষণা দিয়েছে। তিন দল নিয়ে গড়া এই জোটে আরও রাজনৈতিক দল যুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান ও যুক্তফ্রন্টের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম।

বুধবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন এই জোট ‘যুক্তফ্রন্ট’ আত্মপ্রকাশ করে। এ জোটে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (বিএমএল) ও

বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি।

সংবাদ সম্মেলেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বলেন, আমরা মাঠে দাবি আদায়ে সফল না হয়ে, বিকল্প পন্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে অবদান নিতে চাই। আশা করছি, এবারের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু হবে।’
তিনি বলেন, ‘ আমরা জোটগতভাবে নির্বাচনে যাব। নির্বাচন জয়ী হলে আমরা বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকতে চাইব। বিরোধী দলে থেকে আমরা জনগণের জন্য কাজ করব। জোটের পক্ষ থেকে আমাদের ১০০ আসনে লড়াইয়ের প্রস্তুতি রয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী সেটা কম-বেশি হবে।’

বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবেশ নেই’– উল্লেখ মুহাম্মদ ইবরাহিম আরও বলেন, ‘এরকম পরিস্থিতিতে আমরা নির্বাচনে আসতে পারি। সরকারের কাছে আবেদন, সরকার যেন সুন্দর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের চেষ্টা করে।’ এই মুহূর্তে সংলাপের পরিবেশ তৈরিতে সব পক্ষ যেন পদক্ষেপ নেয় তারও আহবান জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির মহাসচিব জাফর আহমেদ জয়, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের চেয়ারম্যান শেখ জুলফিকার বুলবুল চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনের আগে বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংস ঘটনা মূল্যায়নে ৫ সদস্যের বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা নির্বাচনের পুরোটা সময় বাংলাদেশে থাকবে।

নির্বাচন কমিশনকে এ সংক্রান্ত চিঠিও দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দুই গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই)।

এনডিআই ও আইআরআই জানিয়েছে, বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে চারজন বিশেষজ্ঞ

অর্থপাচার ও জঙ্গি অর্থায়ন রোধে বাংলাদেশের উন্নতি

বিদেশে অর্থপাচার ও জঙ্গি অর্থায়ন রোধে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক দ্য ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স। প্রতিষ্ঠানটি নভেম্বর মাসে প্রকাশ করা ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে এতথ্য জানায়। ২০২২ সালে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৫ দশমিক ৭৫। চলতি বছরের সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ৫ দশমিক ৮০। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এবার উন্নতি হয়েছে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ মিয়ানমারের অবস্থান ছিল ভয়াবহতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষ তিনে।

মিয়ানমারের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ডিআর কঙ্গো ও হাইতি। চলতি বছরের তালিকায় ১৫২টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হাইতি। এরপরই পর্যায়ক্রমে চাদ ও মিয়ানমারের অবস্থান। এছাড়া সুচকে ভিয়েতনাম, চীন, ভুটান, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকাকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ অবস্থান করছে ৪৬ নম্বরে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সুইজারল্যান্ডভিত্তিক দ্য ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স গত ১৩ নভেম্বর এ তালিকা প্রকাশ করে। বিশ্বের ১৫২টি দেশের ওপর এ র্যাংকিং করা হয়। এই তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীনের অবস্থান ২৭, পাকিস্তান ৬১ ও শ্রীলঙ্কা ৬২তম অবস্থানে রয়েছে। তবে এই তালিকায় ভারত, নেপাল, আফগানিস্তানের নাম নেই। আর প্রভাবশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ১১৯ ও যুক্তরাজ্য ১৪০তম। সবচেয়ে ঝুঁকিহীন দেশের তালিকায় রয়েছে ফিনল্যান্ড, সুইডেন, আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও স্লোভেনিয়া।

সংস্থাটি ১২ বছর ধরে র্যাংকিং তালিকা তৈরি করে আসছে। একটি দেশের পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে র্যাংকিং দেয়া হয়। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা পরিপালনে ৬৫, ঘুষ ও দুর্নীতি আর্থিক স্বচ্ছতা ও মানদণ্ড, আইনগত ও রাজনৈতিক ঝুঁকিতে ১০ করে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় পাঁচ নম্বর রয়েছে।

বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে উন্নয়নের কারণ হিসেবে আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কাঠামোর মানোন্নয়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, আন্তঃসংস্থার কাজের সমন্বয়, আর্থিক খাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের পর্যাপ্ত লোকবল ও অর্থের সংস্থান ভূমিকা রেখেছে।

উল্লেখ্য, এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিংয়ের (এপিজি) মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট মোতাবেক বাংলাদেশ এফএটিএফের ৪০টি সুপারিশের বিপরীতে ৮টিতে কমপ্লায়েন্ট, ২৭টিতে লার্জলি কমপ্লায়েন্ট এবং ৫টিতে পার্শিয়ালি কমপ্লায়েন্ট রেটিং পেয়েছে। বাংলাদেশ এফএটিএফের ৪০টি সুপারিশের সবকটিই বাস্তবায়ন করেছে।

বিএনপি-জামায়াত অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান

বিএনপি-জামায়াত হরতাল, অবরোধ দিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা গণতন্ত্রের রাজনীতি করে না, সংবিধানের ওপর আস্থা নেই। বিএনপি-জামায়াত নির্বাচন বানচাল করতে চায়। তাদের এই অপশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান এসেছে গৌরব’৭১ ও স্বাধীনতা সাংবাদিক ফোরামের আ্রলোচনা সভায়।

আজ মঙ্গলবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের তোফাজ্জেল হোসেন মানিক মিয়া হলে ‘হরতাল-অবরোধ আর আগুন সন্ত্রাস: বন্ধ হোক এই অপরাজনীতি’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এই আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেন, ‘বাসে-ট্রেনে আগুন দিয়ে, চোরাগোপ্তা হামলা করে দেশের রাষ্ট্রীয় কাজ থামানো যাবে না।

এগুলো কোনো রাজনৈতিক কর্র্মসূচি নয়; এটা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। তারা ভেবেছে বাসে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে সম্পত্তি ধ্বংস করে বোধহয় নির্বাচন বানচাল করা যাবে। নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী উৎসবমুখর পরিবেশে হবে। নির্বাচন বানচাল করা যাবে না।’

হানিফ বলেন, ‘২৮ অক্টোবরের পর থেকে বিএনপি-জামায়াত রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে ১৮৬টি বাস-ট্রাক আগুন পুড়িয়েছে। রাজনীতির সাথে এই আগুনের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। জঙ্গি বা সন্ত্রাসীদের কাজ, এটা কিভাবে গণতন্ত্র হয়।’

তিনি বলেন, ‘বিএনপির সঙ্গে সমমনা কিছু দল আছে, নাম সর্বস্ব দল। তাদের নেতারা টকশোতে এসে ইনিয়ে বিনিয়ে বলার চেষ্টা করেন এটা বিএনপি নেতাকর্মী করেনি। সরকারের ওপরই দোষ চাপাতে চায়। মিথ্যাচারের একটা সীমা থাকে। যারা আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে আবার এদের পক্ষে আবার সাফাই করা হয়। এটি জাতীর জন্য লজ্জা।’

সভাপতির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, ‘বিএনপি-জামায়াত গণতন্ত্রের রাজনীতি করে না। এই দল সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি নিয়ে। তারা মানুষকে ভালোবাসে না, সংবিধানের প্রতি আনুগত্য নেই। এই স্বাধীনতা তারা চায়নি। যার কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে উন্নয়ন হয়েছে তা তারা বাধাগ্রস্ত করতে চায়।’

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সানজিদা খানম বলেন, ‘২৩ দিনে অবরোধের নামে ১৮৬টি গাড়ি পুড়ানো হয়েছে। যারা নির্বাচনে আসতে চায় না, তারাই এসব পুড়িয়েছে। পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায়, দেশকে অশান্ত করতে চায়। তাদের অবৈধভাবে জন্ম হয়েছে আর এজন্য তারা অবৈধভাবেই ক্ষমতায় আসতে চায়।’

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ বলেন, ‘হরতাল, অবরোধ ডাকার অধিকার প্রতিটি রাজনৈতিক দলের আছে কিন্তু মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা ক্ষমতা কাউকে দেয়া হয়নি। রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে বাসে আগুন দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এটা কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি হতে পারে না, এগুলো সন্ত্রাসী কর্মসূচি।’

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি মানিক লাল ঘোষ বলেন, ‘যখনই নির্বাচন আসে তখনি নাশকতা চালানো হয়। গণতান্ত্রিক ধারায় দেশ

এগিয়ে যেতে চায় তখনই সেই অগ্রযাত্রাকে দাবিয়ে দেয়ার জন্য তাদের অপচেষ্টা শুরু হয়। যারা উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে সাধারণ মানুষর ক্ষতি করতে চায়, আসুন সবাই মিলে তাদের প্রতিহত করি।’

আলোচনা সভার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন গৌরব ’৭১ সাধারণ সম্পাদক এফ এম শাহীন। তিনি বলেন, আমরা বাসে চড়ে অফিসে কিংবা বাসায় নিরাপদে পৌঁছাতে চাই। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতের বাস আগুন দেয়ার ঘটনায় আজ মানুষ শঙ্কা নিয়ে গাড়িতে ওঠে। আমরা তাদের অবরোধের আগুনে ঝলসে যেতে চাই না।’

সভা সঞ্চালনা করেন স্বাধীনতা সাংবাদিক ফোরাম নেতা ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খায়রুল আলম।
আলোচনা সভার শুরুতে বিএনপি-জামায়াতের অবরোধে দেওয়া আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত অন্তত ১০ জন বাস মালিক ও শ্রমিক নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এসময় তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

এর মধ্যে বোরাক পরিবহনের চালক মিরাজ হোসেন বলেন, ‘রাত ১০ টার দিকে আমরা গাড়িতে আগুন দিয়েছে। আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। গাড়ি পুরা কঙ্কাল হয়ে গেছে। একেবারে শেষ হয়ে গেছি। এমনভাবে পুড়েছে ঠিক করাও যাচ্ছে না। আমি খুব নিঃস্ব, অসহায়।’

শিকড় পরিবহনের মালিক লিটন মিয়া বলেন, ‘মিরপুর ১১ পার হওয়ার পর আমার গাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে। তারা যাত্রীবেশে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে গেছে। গাড়ির সবকিছুই পুড়ে গেছে। আমার ইনকাম সোর্স বন্ধ হয়ে গেছে।’

অছিম পরিবহনের মালিক সাইদুর রহমান বলেন, ‘আমার দুইটা স্টাফ গাড়ির ভেতর ছিল। দুই মিনিটে গাড়িটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন মরে কয়লা হয়ে গেছে। আরেকজন ৬০ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাদের পরিবারের অবস্থাও খারাপ।’

তবে কী ভোটের তারিখ পেছাবে?

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে চলছে নানা হিসেব নিকেশ। সব রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে আনতে চেষ্টা চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা হলে ভোটের তারিখ পেছাতে আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার পরও রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য ভোটের তারিখ পিছিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তপশিল অনুযায়ী আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়া যাবে। ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর মনোনয়ন ফরম যাচাই-বাছাই করা হবে। বাছাইয়ে কারও মনোনয়ন ফরম বাতিল হলে তিনি আপিল করার সুযোগ পাবেন। কোনো প্রার্থী ইচ্ছা করলে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম প্রত্যাহার করতে পারবেন। আর চূড়ান্ত প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করা হবে ১৮ ডিসেম্বর।

নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনে জোটবদ্ধ নির্বাচনের তথ্য জানিয়েছে ১০টি রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি দল এরই মধ্যে দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করেছে। যদিও বিএনপি ও সমমনা দলগুলো নির্বাচনে অংশ নেবেনা বলে ঘোষণা দিয়েছে। আর জোটবদ্ধ নাকি একক নির্বাচন সেই ইস্যুতে বিভক্ত হয়ে আছে সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি। তবে শেষ পর্যন্ত তারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এটা প্রায় নিশ্চিত। দলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম রওশন এরশাদ রবিবার রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্বাচনের তপশিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এসময় তিনি রাষ্ট্রপতিকে তফশিল পেছানোর আহ্বান জানান।

যদিও বিএনপিকে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, ‘আমরা সবাইকে নিয়ে নির্বাচন করতে চাই। একা নির্বাচন করতে চাই না, সবাইকে নিয়ে ক্ষমতায় যেতে চাই। সব দলকে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানাই। যারা নির্বাচনে আসতে চায় তাদের জন্য নির্বাচনের দরজা খোলা আছে। বিএনপি যদি মন পরিবর্তন করে নির্বাচনে আসে তাহলে স্বাগত জানাই।’

সোমবার সাংবাদিকদের নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা বলেন,

‘এখনো যেসব রাজনৈতিক দল আসেনি তারা যদি আসতে চায় তাহলে আইন মেনে তাদের নির্বাচনে আসার পথ তৈরি করা হবে। বিএনপি নির্বাচনে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো ধরনের সহায়তা চাইলে তাতে ইতিবাচক সাড়া দেবে ইসি। যদি তারা নির্বাচনে আসতে চায় তাদের আমরা স্বাগত জানাব।’ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা হলে ভোটের তারিখ পেছাতে আপত্তি নেই বলেও জানান নির্বাচন কমিশন।

রাষ্ট্রপতির সাথে জাতীয় পাটির নেতৃত্বের সাক্ষাৎ, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের আহবানের পর নির্বাচন কমিশনারে মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতির মাঠে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও বলছেন নির্বাচনে না যাওয়া বিএনপির আরেকটা ভুল হবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, ‘এবারের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হতেই হবে। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো আরেকটি নির্বাচনের বোঝা দেশের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তবে সরকারি দলের পক্ষ থেকে বিএনপির সঙ্গে বহুবার কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে না গিয়ে বিএনপি সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে। এবার নির্বাচনে না যাওয়া হবে আরেকটা ভুল। সময় হাতে খুব কম। আওয়ামী লীগ তো নির্বাচনে জোয়ার তৈরি করে ফেলবেই, নতুন নতুন দলও নির্বাচনে আসবে।‘

চার দেশকে নিয়ে রেল সংযোগের পরিকল্পনা

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় রেল সংযোগ (কানেকটিভিটি) স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছে। এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে কোনো সীমান্ত বাধা থাকবে না। ইউরোপের দেশগুলোর মতো কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই এক দেশের রেল আরেক দেশে পণ্য ও যাত্রী নিয়ে যেতে পারবে।

বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত ক্রস বর্ডার রেল যোগাযোগ প্রকল্পটি

নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক পরিষেবা কোম্পানি ডেলয়েট। কোম্পানিটির প্রতিনিধি দল বিষয়টি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ জানিয়ে চিঠিও পাঠিয়েছে।

ডেলয়েটের সিনিয়র কনসালটেন্ট রুশাভ শাহ সম্প্রতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, ‘আমরা বিশ্বব্যাংকের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিচ্ছি, যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষ করে বিবিআইএন (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান) অঞ্চলে আন্তসীমান্ত রেল পরিষেবার জন্য রোডম্যাপ তৈরির ওপর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের সীমান্তবিহীন এই রেল পরিষেবা চালু হলে আন্তআঞ্চলিক বাণিজ্যের আরও বেশি প্রসার ঘটবে বলেও চিঠিতে জানানো হয়। কোম্পানিটির প্রতিনিধি দল এ বিষয়টি নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ জানান, একটি সংস্থার প্রতিনিধি দল রেল কানেকটিভিটি নিয়ে অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের এক কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে গেছেন। ইতোমধ্যেই ত্রিপুরা থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আঞ্চলিক করিডর ছাড়িয়ে ভারত, নেপালের পাশাপাশি, চীন, পাকিস্তান, ইরান হয়ে ইউরোপ অবধি এই যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হলে সুফল পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রস্তাবিত রেল কানেকটিভিটি প্রকল্পটিকে- বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে যে মোটরযান চলাচল চুক্তি (বিবিআইএন) তার অনুরূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিবিআইএন চুক্তিতে ভুটান স্বাক্ষর করেনি। এছাড়া ভুটানে কোনো রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাও নেই। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের রেল সংযোগ রয়েছে। নেপালের সঙ্গেও ভারতের রেল সংযোগ আছে।

এছাড়া ভারত ও নেপালের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত সংযোগের মাধ্যমে জয়নগর-বিজলপুরা-বারদিবাস রেললাইনের কুর্থা থেকে বিজলপুরা পর্যন্ত রেল সেকশন চালু হয়েছে। ফলে বর্তমান অবকাঠামো সুবিধা দিয়ে রেল কানেকটিভিটি চালু হলে বাংলাদেশ, ভারত, নেপালের মধ্যে ত্রিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

এভিনিউ, ইকবাল রোডসহ আশপাশের এলাকায় সকাল থেকে গণপরিবহণের বাইরে ব্যক্তিগত গাড়ির চাপ ছিল। আসাদ এভিনিউয়ের দুই পাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখো গেছে। ওই এলাকার প্রায় সবকটি স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। অভিভাবকরা অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে বাচ্চাদেরকে স্কুলে নিয়ে এসেছেন।

ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক শরীফ কাজী জানান, মেয়ের পরীক্ষা থাকার কারণে তিনি শ্যামলী থেকে মেয়েকে নিয়ে স্কুলে এসেছেন। বৃহস্পতিবার হরতালের কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা না নিলেও আজকে ঠিকই পরীক্ষা নিচ্ছেন। শরীফ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এই বার্ষিক পরীক্ষার সময় এসব হরতাল-অবরোধ মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলেছে। রাজধানীতে হরতালের কোনো প্রভাব নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, গাড়ি চললেও সমস্যা হচ্ছে আতঙ্ক। এই যে, কখন কোথায় গাড়িতে আগুন দেয় সেটা তো কেউ বলতে পারে না। তাই একটা বড় ঝুঁকি নিয়েই বের হতে হয়।

হরতাল-অবরোধে ক্ষতির মুখে শিক্ষার্থীরা; ছুটির দিনে স্কুলে পরীক্ষা

বিএনপি-জামায়াতের ডাকা অবরোধ-হরতালে ক্ষতির মুখে পড়েছে শিক্ষার্থীদের জীবন। অবরোধ-হরতালের প্রভাব পড়েছে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় দুই কোটি শিক্ষার্থীর ওপর। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা। শুধু পরীক্ষা নয়, নভেম্বর ও ডিসেম্বরে সারা দেশের স্কুলগুলোতে নতুন বই পাঠানো হয়। হরতাল-অবরোধের কারণে এসব কার্যক্রমও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সহিংসতার আতঙ্কে স্কুলে কমে গেছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি।

করোনার কারণে দেড় বছর বন্ধ ছিল দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেই দশা থেকে মুক্তি পেয়েই অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে মূল্যায়ন, অটো পাস এবং সবশেষ সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। তবে

রায় চৌধুরী বলেন, ‘হরতালের কারণে আমরা রবি ও সোমবারের পরীক্ষা এগিয়ে এনেছি। এ দুদিনের পরীক্ষা শুক্র ও শনিবার হবে। কিন্তু এর পরও নভেম্বরে পরীক্ষা শেষ করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে, তা-ও জানি না। সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরির শঙ্কা তো থেকেই যাচ্ছে।’

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) এবিএম আলীনূর রহমান বলেন, ‘মাউশির নির্দেশে স্কুল খোলা রাখছি। এখন পরীক্ষার সময়। কোনো পরীক্ষা পেছায়নি। বরং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়ন পরীক্ষা শনিবার বন্ধের দিনে নিতে হচ্ছে। তার পরও রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে উদ্বেগ তো আছেই।’

অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে না। তাদের কর্মসূচির কারণে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। সে কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর আরও সহনশীল হওয়া প্রয়োজন।’

কিন্ডারগার্টেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, ‘কিন্ডারগার্টেনে এখনো পরীক্ষা শুরু হয়নি। ক্লাস চললেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। আগামী ২২ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হতে পারে। হরতাল-অবরোধের কারণে অভিভাবকদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় শুক্র ও শনিবারও পরীক্ষা হতে পারে।’

হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি নবীন প্রজন্মের অপূরণীয় ক্ষতি করছে বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি বলেন, ‘রাজনীতির মূল লক্ষ্য আমাদের প্রজন্মের অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখন হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচির কারণে চাকরির পরীক্ষা, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন, ক্লাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারছে না। শুধু তাই নয়, সে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত হচ্ছে। কারণ তার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার অংশ ছিল এই মূল্যায়ন।’

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ গোলাম ফারুক বলেন, ‘দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন শিক্ষাক্রম শুরু হয়েছে। সবার কাছে নতুন হওয়ায় অনেকে তা বুঝে উঠতে পারছেন না। স্কুলে স্কুলে মূল্যায়ন হচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অবশ্যই তা

বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের একদিনও অপচয় করা যাবে না। প্রতিটি দিন, ঘণ্টা, মিনিট আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।’

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে স্কুলে আসতে চায়। ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিতে চায়। নতুন কারিকুলামের আলোকে মূল্যায়নে অংশ নিতে চায়। সেজন্য শিক্ষার্থীরা স্কুলে স্কুলে মানববন্ধনও করেছে। বিএনপিকে বলব, বিদেশে পালিয়ে থাকা ব্যক্তির নির্দেশে দেশ ধ্বংসের কর্মসূচি না দিয়ে শিক্ষার্থীদের কথা ভাবুন, দেশের কথা ভাবুন।’